দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JUL 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

সোনালী ব্যাংকের বিকল্প চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন

॥ নাঈমুল ইসলাম খান ॥

একটি মাত্র প্রকল্পে সৃষ্ট অচলাবস্থা এবং কর্মকর্তাদের অবহেলার ফলে সোনালী ব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প (বিকল্প) এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি।

অচলাবস্থার সূত্রপাত হয় বিকল্পের ট্যাক্সি প্রকল্প থেকে। ১৯৮৪ সালে প্রকল্পের সূচনাতেই ট্যাক্সির মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এতে প্রকল্পের সদস্যরা নিয়মিত কিস্তিসহ টাকা পরিশোধ করা বন্ধ করে দেন। সোনালী ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে তাদের প্রতিদিন ৩৫০ টাকা জমা দেয়ার কথা।

বিকল্প ট্যাক্সি সার্ভিসের সদস্যদের সম্পর্কে আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে তাঁরা গাড়ীর যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছেন না। তাছাড়া অনেকে নিজে গাড়ি না চালিয়ে ড্রাইভার নিয়োগ করেছেন। উল্লেখ্য, শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাও বিকল্প কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

সোনালী ব্যাংক শুরু থেকে দেড় বছরের মধ্যেও বিকল্প ট্যাক্সি সার্ভিসের গাড়ীগুলোর মূল্য নির্ধারণ করতে পারেনি। মেসার্স কর্ণফুলী লিমিটেডের সাথে ব্যাংকের ১০০ ডিজেল চালিত শ্যারেড (জাপানে প্রস্তুত) গাড়ী সরবরাহের চুক্তি হয়। প্রতিটি গাড়ীর মূল্য ঠিক হয়েছিল ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। পরবর্তীতে সরকার গাড়ীগুলোকে ট্যাক্সি হিসেবে ষ্ট্রাসকৃত শুল্কে আমদানীর সুযোগ দেন। একই

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

বিকল্প কর্মসূচীঃ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সময়ে কর্ণফুলী লিমিটেড গাড়ী আমদানীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে এল, সি খোলার সময় গাড়ীগুলোর যে মূল্য উল্লেখ করে তাতে দেখা যায় সমস্ত করসহ প্রতিটি গাড়ীর মূল্য ১ লাখ ২৬ হাজার টাকার বেশী হয় না। এমতাবস্থায় সোনালী ব্যাংক সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে মূল্য পরিশোধ করতে অস্বীকার করে এবং ব্যাংক সরবরাহকারীদের কাছে এ পর্যন্ত গাড়ীর চুক্তিবদ্ধ মূল্য পুনর্নির্ধারণের দাবী জানিয়ে আসছে।

এদিকে বিকল্প সদস্যরা বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে সোনালী ব্যাংকেরই কোন কোন কর্মকর্তা তাদের কিস্তি পরিশোধ করতে নিষেধ করেন। কারণ কিস্তি পরিশোধ করলে কর্ণফুলী গাড়ীর মূল্য নাও কমাতে পারে। অবশ্য একথার সত্যতা খুজে পাওয়া যায়নি।

সদস্যরা আরো বলেন যে, গাড়ীর মূল্য ছাড়াও গাড়ীর ছাদ হলুদ রং করা বাবদ ৮ হাজার টাকা, মিটার বাবদ ২২ হাজার টাকা, প্রশিক্ষণ বাবদ ৩ হাজার ৬শ' ৫০ টাকা সেসঙ্গে গাড়ীতে ট্যাক্সি নম্বর লেখাতে ২ হাজার টাকা আদায় করা কিছুতেই গ্রহনযোগ্য নয়।

প্রকল্প সদস্যরা জানান যে, নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধ না করলে ভিন্ন একটি সঞ্চয়ী হিসেবে তারা নিয়মিত টাকা জমাচ্ছেন।

অন্যদিকে ব্যাংকের মতে বিকল্প ট্যাক্সি সার্ভিসের সদস্যদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ বন্ধ রাখা একটি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। একজন ঋণগ্রহিতা হিসেবে চুক্তি অনুসারে ঋণ পরিশোধ অবশ্যই পালনীয়। ব্যাংকের টাকা মানেই জনসাধারনের টাকা। বিশেষ করে ট্যাক্সিগুলো যত্নের অভাবে নষ্ট হবার পথে। ইতিমধ্যেই কিছু গাড়ী অচল হয়ে গেছে বিলম্ব হলে গাড়ীর ঋণ পরিশোধ করা সবার পক্ষেই দুরূহ হয়ে পড়বে এ ব্যাপারে একজন ব্যাংক কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে অভিমত দেন যে, ট্যাক্সি সার্ভিসের সদস্যরা যদি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে তাদের দাবী অনুযায়ী গাড়ীর নূন্যতম দামটুকু পরিশোধ করতো তাহলে এত জটিলতা দেখা দিত না এবং পুরো কর্মসূচী এভাবে অচল হয়ে যেতো না।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JUL 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

সোনালী ব্যাংকের মতে কর্ণফুলী লিমিটেড যদিও বিকল্প কর্মসূচীতে গাড়ী সরবরাহ ত্যাগের মনোভাব থেকেই করার কথা, প্রকৃতপক্ষে তারা ব্যাংককে ফাঁকি দিয়ে অতি মুনাফা করতে যাচ্ছিল। এক্ষেত্রে গাড়ী আমদানী করার জন্য এল, সি খুলতে গিয়ে লুকোচুরি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশও অমান্য করে। মূল্য পুনর্নির্ধারণের আগে ব্যাংক গাড়ীর মূল্য পরিশোধে অপারগ বলেই কর্ণফুলীকে জানিয়ে দিয়েছে।

১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য স্ব-কর্মসংস্থান প্রকল্প, বিকল্প প্রবর্তন করা হয়। কর্মসূচীতে অনুমোদিত প্রকল্প রয়েছে ৬৬টি এবং এ পর্যন্ত বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা হচ্ছে ১৫টি।

শতকরা ১২ভাগ সরল সুদে একটি গ্রুপকে ঋণ দেয়া হয়। তবে নগদ অর্থ না দিয়ে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করাই নিয়ম। বিকল্পের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪০০। কর্মসূচীর অধীনে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলো হচ্ছে মিনিবাস, ট্যাক্সি, ফটোস্ট্যাট, ডেন্টাল ক্লিনিক, এক্সপ্রেস সার্ভিস, প্রিন্টিং প্রেস, ফুড প্রসেসিং, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী, ওষুধ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, টুইস্টিং শিল্প, প্রকৌশল শিল্প ও রসায়ন শিল্প।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে মিনিবাস প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত ১ কোটি ১৩ লাখ ২৮ হাজার টাকার মধ্যে আদায়যোগ্য টাকার ৩৩ ভাগ পরিশোধ করা হয়েছে। ফটোস্ট্যাট সার্ভিসে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৬ লাখ টাকা। এর আদায়যোগ্য টাকার শতকরা ৫০ ভাগ পরিশোধ করা হয়েছে। ডেন্টাল ক্লিনিক প্রকল্পে এ আদায়ের হার শতকরা ৮৫ ভাগ। সেখানে বিনিয়োগ ছিল ১৪ লাখ ১৩ হাজার টাকা। বাদবাকী ১১ টি প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে অতি সম্প্রতি, প্রায় দেড় কোটি টাকা। তার অনেকগুলো এখনও বাণিজ্যিকভাবে কাজ শুরু করেনি।

বিকল্প ট্যাক্সি সার্ভিসের গাড়ীগুলোর মূল্য কর্ণফুলীকে এখনও পরিশোধ করা হয়নি, তাই এ প্রকল্পে সোনালী ব্যাংকের বিনিয়োগ হচ্ছে প্রকল্পের আনুসঙ্গিক ব্যয়। এর পরিমাণ হচ্ছে ২২ লাখ ২৮ হাজার ৮শ' টাকা। এর মধ্যে প্রকল্পের সদস্যরা প্রায় ৭ লাখ ৪১ হাজার ৯শ' টাকা পরিশোধ করেছেন। গাড়ীর মূল্য হিসেবে ধরলে সদস্যদের কাছে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ১ কোটি টাকা।

সোনালী ব্যাংক সামগ্রিকভাবে এ কর্মসূচীতে নগদ বিনিয়োগ করেছে প্রায় ৩ কোটি টাকা। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক ঋণ দিয়েছে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার মত।

ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে দেশে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং আত্ম কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ কয়েকটি বেবী ট্যাক্সি নিয়ে একটি প্রকল্প চালু করেন।

১৯৮৪ সালে সোনালী ব্যাংক মোটামুটি একই লক্ষ্য অনুসরণ করে তাঁদের বিকল্প কর্মসূচী প্রবর্তন করে।

ঢাকাঃ রোববার, ২৮ আষাঢ়, ১৩৯৩

১৯৮৫ সালের ৮ মার্চ বিকল্প সদস্যরা প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। প্রেসিডেন্ট তখন তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা শুনে, একে তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন বলে অত্যন্ত আগ্রহ দেখান। পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের ৩ বছরের শাসনের উপর যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাতে উন্নয়ন প্রয়াসে সার্থক উদ্যোগ হিসেবে বিকল্প কর্মসূচীর উল্লেখও করা হয়। এ সমস্ত কারণ দেখিয়ে অনেকেই অভিমত দেন যে, বিকল্পের বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনে প্রেসিডেন্ট এরশাদের হস্তক্ষেপ খুব কাজে আসবে। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের পর থেকে বিকল্পে কোন নতুন সদস্য নেওয়া হচ্ছে না এবং নতুন প্রকল্প অনুমোদনও খুবই শ্লথ গতিতে করা হচ্ছে বলে অনেকেই জানিয়েছেন। সাধারণভাবে সকল মহলই বিকল্প কর্মসূচী অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। কেউ কেউ কর্মসূচী আরো সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহের মোট প্রদত্ত ঋণের শতকরা ১ ভাগ এ কর্মসূচীর অধীনে রাখার সুপারিশ করেন। এ হারে সোনালী ব্যাংক এককভাবেই ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে পারে।

কেউ কেউ অভিমত দেন যে, বিকল্প কর্মসূচীর একটি মাত্র প্রকল্পে অব্যবস্থার অজুহাতে পুরো কর্মসূচীর প্রতি অবহেলা দেখানো খুবই অন্যায়। তারা বিকল্প ট্যাক্সি নিয়ে উদ্ভূত মূল্য নির্ধারণের সমস্যা সমাধানে সোনালী ব্যাংকের দীর্ঘসূত্রিতাকে রহস্যজনক বলে অভিহিত করেন।

আলাপকালে কেউ কেউ বিকল্প ট্যাক্সি সার্ভিসের সদস্যদের কিস্তি পরিশোধ না করাকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রসূত বলে মন্তব্য করেন। এর ফলে কর্মসূচী বন্ধ হয়ে গেলে ভবিষ্যতে অনেক ছাত্র ঐ কর্মসূচীর সুফল থেকে বঞ্চিত হবেন এবং পূর্বসুরীদেরই দায়ী করবেন বলেও তারা অভিমত দেন।

সোনালী ব্যাংকের বর্তমান মহাপরিচালকসহ অনেক কর্মকর্তাই বিকল্পের ব্যাপারে তাদের উৎসাহ এবং সমর্থনের কথা প্রকাশ করেন। তথাপি দীর্ঘদিনেও অচলাবস্থা নিরসন না হওয়ায় অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন।